দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
Page-12, Pos-1-3, Date: 13-05-2025

পাঠ্যপুস্তকে উপেক্ষিত ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম

ফারুক হোসাইন

ওয়াসিম আকরাম

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে কোটাবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গতবছরের ১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আবু সাঈদের শাহাদাতের সেই ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দেশে এবং বিদেশে। যার ফলে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল সাড়া দেশে। ঠিক একই সময়ে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ছোড়া গুলিতে শহীদ হন চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াসিম আকরাম। যিনি আন্দোলনে দ্বিতীয় শহীদ হন বলে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। এছাড়া ঢাকার উত্তরায় শহীদ মীর মুগ্ধের নিহত হওয়ার ঘটনাও সাধারণ মানুষের হৃদয়ে দাগ কেটেছে। ২০২৪'র স্বৈরাচার বিরোধী সেই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের অবদান ও শহীদদের কথা স্মরণে রাখতে ২০২৫ সালের পাঠ্যবইয়েও শহীদ আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, নাফিজ, নাহিয়ান, আনাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চট্টগ্রামে শহীদ ওয়াসিম আকরামকে উপেক্ষা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ছাত্রদল ও বিএনপি। কেবল ছাত্রদলের সদস্য হওয়ার

পৃঃ ১১ কঃ ৭

পাঠ্যপুস্তকে উপেক্ষিত ১২-এর পৃষ্ঠার পর

কারণেই ওয়াসিমের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন ছাত্রদল নেতারা।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জুলাই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের বিষয়ে পাঠদানের জন্য বস্তুনিষ্ঠ পাঠ্যক্রম তৈরি করতে উদাসীনতা এবং পাঠ্যক্রমে বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনীহার কারণে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রিয়াদ চৌধুরীর অপসারণ দাবি করেছে ছাত্রদল।
পাঠ্যপুস্তকে শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধের নাম অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রদলের সদস্য শহীদ ওয়াসিম আকরামের নাম বাদ দেওয়াকে চরম বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। তিনি বলেন, শহীদ ওয়াসিম আকরাম ছাত্রদলের নেতা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ার কারণেই তার নাম পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ের ১৫ নম্বর অধ্যায়ে (৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায়) 'আমরা তোমাদের ভুলব না' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমীর, শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভাষা আন্দোলনে শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, ১৯৬৯'র অভ্যুত্থানে শহীদ আমানুল্লাহ মো. আসাদুজ্জামান (আসাদ), শহীদ মতিউর রহমান মল্লিক, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, শহীদ প্রফেসর ড. মুহম্মদ শামসুজ্জোহা, শহীদ আনোয়ার বেগম, ১৯৮৩ সালে শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ার, ১৯৮৭ সালে শহীদ নুর হোসেন, ১৯৯০ সালের অভ্যুত্থানে শহীদ ডা. মিলন-জোহাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরই ২০২৪ সালের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে- এত ত্যাগের পরও এদেশের মানুষ অধিকার পায় না, বৈষম্য কমে না। অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা ফের ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চায়।
পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আন্দোলন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। ঢাকার উত্তরায় শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নিহত হন নাফিজ, নাহিয়ান, আনাসসহ অগণিত প্রাণ। মায়ের কোলের শিশু, বাবার সাথে খেলতে থাকা শিশু, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা, চাকরিজীবী, মা, পথচারী কেউ বাদ যায় না। সারা দেশে হত্যা করা হয় হাজারো মানুষকে। আহত হন অসংখ্য মানুষ। তাঁরা সবাই একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। সবার অধিকার থাকবে এবং সবাই মিলেমিশে বাস করতে পারবে এমন একটা দেশের জন্যই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, আবু সাঈদ, ওয়াসিম ও মুগ্ধ এই তিনজন বীর শহীদ জুলাই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের অবিকল্পে পরিণত হয়েছিল। তাদের আত্মত্যাগ আরও দুই হাজারেরও অধিক বীর শহীদদের অনুপ্রাণিত করেছে। তরুণ প্রজন্মকে সাহসের প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু ছাত্রদলের নেতা হওয়ার কারণে দ্বিতীয় শহীদ হওয়া সত্ত্বেও শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামটি সরকার অবহেলা করছে। তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিচ্ছে, সরকারি কোনো সভা-সমাবেশেও শহীদ ওয়াসিম আকরামের নাম স্মরণ করা হয় না। ছাত্রদল পরিচয়ে শহীদ হওয়ার কারণে কোনো শহীদের প্রতি বৈষম্য করা গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনার পরিপন্থী।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, পাঠ্যপুস্তকে আবু সাঈদ আছে ভালো লেগেছে, মুগ্ধর নাম আছে ভালো লেগেছে। কিন্তু চট্টগ্রামের ওয়াসিম আকরামের নাম না থাকায় আমরা দুঃখিত হয়েছি। পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করে তার নাম যুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
এনসিটিবিতে ফ্যাসিস্ট হাসিনার সুবিধাভোগীদের অপসারণ দাবি: এদিকে এনসিটিবিতে ফ্যাসিস্ট হাসিনার সুবিধাভোগী, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের ঘনিষ্ঠ জনেরা এখনো বহাল তবিয়তে আছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। একারণে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব মনেপ্রাণে ধারণ করলেও এনসিটিবি তা করছে না। যার উদাহরণ পাঠ্যপুস্তকে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের বিষয়ে পাঠদানের জন্য বস্তুনিষ্ঠ পাঠ্যক্রম তৈরি করতে তাঁদের উদাসীনতা এবং বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে এনসিটিবির অনীহা। ছাত্রসংগঠনটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির অবিলম্বে এনসিটিবি থেকে ফ্যাসিস্টের দোসর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রিয়াদ চৌধুরীর অপসারণ দাবি করে বিবৃতিও দিয়েছে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করে, 'এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রিয়াদ চৌধুরী ফ্যাসিস্ট হাসিনার সুবিধাভোগী, দীপু মনি ও নওফেলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে এনসিটিবিতে এখনো ফ্যাসিবাদের দোসরেরা তৎপর। আমরা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই দুজন কার্যকর্তাকে অবিলম্বে এনসিটিবি থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি।
ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, পরবর্তী প্রজন্মকে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করার প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হবে এনসিটিবিকে। কিন্তু এনসিটিবির কর্তা ব্যক্তিরা এখনো ফ্যাসিবাদকে লালন করছেন। এনসিটিবি থেকে ফ্যাসিস্টদের বিতাড়িত করতে না পারলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানো সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ড. রিয়াদ চৌধুরী বলেন, পাঠ্যবইয়ে কোনটা থাকবে, বা কোনটা বাদ যাবে সেটি কারিকুলাম ইউনিয়নের কাজ। আমার বিভাগের কাজ হচ্ছে উনারা আমাকে যেভাবে দিবেন সেভাবে প্রিন্ট করে বিতরণ করা। তবে তারা যে দাবিটি জানিয়েছে আমি এর সাথে একমত।
এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য (কারিকুলাম) প্রফেসর রবিউল কবীর বলেন, এখন আগামী বছরের পাঠ্যবইয়ের পরিমার্জনের কাজ চলছে। এখানে মূলত বানানসহ ছোটখাট বিষয়গুলো দেখা হয়। নতুন কোন কিছু সংযোজন করতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি এপ্রুভ কমিটি থাকে তারা এটি করে। তবে বিষয়টি আমি মন্ত্রণালয়ের নজরে আনবো। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে সংযোজন করতে পারবো।

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা মঙ্গলবার, ১৩ মে ২০২৫ | ৩০ বৈশাখ ১৪৩২

ADVERTISEMENT

পাঠ্যপুস্তকে উপেক্ষিত ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম

ফারুক হোসাইন

ওয়াসিম আকরাম

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে কোটাবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গতবছরের ১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আবু সাঈদের শাহাদাতের সেই ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দেশে এবং বিদেশে। যার ফলে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। ঠিক একই সময়ে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ছোড়া গুলিতে শহীদ হন চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াসিম আকরাম। যিনি আন্দোলনে দ্বিতীয় শহীদ হন বলে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। এছাড়া ঢাকার উত্তরায় শহীদ মীর মুগ্ধের নিহত হওয়ার ঘটনাও সাধারণ মানুষের হৃদয়ে দাগ কেটেছে। ২০২৪'র স্বৈরাচার বিরোধী সেই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের অবদান ও শহীদদের কথা স্মরণে রাখতে ২০২৫ সালের পাঠ্যবইয়েও শহীদ আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, নাফিজ, নাহিয়ান, আনাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চট্টগ্রামে শহীদ ওয়াসিম আকরামকে উপেক্ষা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ছাত্রদল ও বিএনপি। কেবল ছাত্রদলের সদস্য হওয়ার কারণেই ওয়াসিমের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন ছাত্রদল নেতারা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জুলাই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের বিষয়ে পাঠদানের জন্য বস্তুনিষ্ঠ পাঠ্যক্রম তৈরি করতে উদাসীনতা এবং পাঠ্যক্রমে বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনীহার কারণে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রিয়াদ চৌধুরীর অপসারণ দাবি করেছে ছাত্রদল।

পাঠ্যপুস্তকে শহীদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধের নাম অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রদলের সদস্য শহীদ ওয়াসিম আকরামের নাম বাদ দেওয়াকে চরম বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। তিনি বলেন, শহীদ ওয়াসিম আকরাম ছাত্রদলের নেতা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ার কারণেই তার নাম পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ের ১৫ নম্বর অধ্যায়ে (৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায়) 'আমরা তোমাদের ভুলব না' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমীর, শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ভাষা আন্দোলনে শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, ১৯৬৯'র অভ্যুত্থানে শহীদ আমানুল্লাহ মো. আসাদুজ্জামান (আসাদ), শহীদ মতিউর রহমান মল্লিক, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, শহীদ প্রফেসর ড. মুহম্মদ শামসুজ্জোহা, শহীদ আনোয়ার বেগম, ১৯৮৩ সালে শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ার, ১৯৮৭ সালে শহীদ নূর হোসেন, ১৯৯০ সালের অভ্যুত্থানে শহীদ ডা. মিলন-জেহাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরই ২০২৪ সালের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে- এত ত্যাগের পরও এদেশের মানুষ অধিকার পায় না, বৈষম্য কমে না। অধিকারের দাবি ও বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা তাই ২০২৪ সালে আবার রাস্তায় নামে। সরকারি বাহিনী নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করতে চায়।
পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আন্দোলন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। ঢাকার উত্তরায় শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নিহত হন নাফিজ, নাহিয়ান, আনাসসহ অগণিত প্রাণ। মায়ের কোলের শিশু, বাবার সাথে খেলতে থাকা শিশু, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা, চাকরিজীবী, মা, পথচারী কেউ বাদ যায় না। সারা দেশে হত্যা করা হয় হাজারো মানুষকে। আহত হন অসংখ্য মানুষ। তাঁরা সবাই একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। সবার অধিকার থাকবে এবং সবাই মিলেমিশে বাস করতে পারবে এমন একটা দেশের জন্যই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের কখনো ভুলব না।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, আবু সাইদ, ওয়াসিম ও মুগ্ধ এই তিনজন বীর শহীদ জুলাই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের আইকনে পরিণত হয়েছিল। তাদের আত্মত্যাগ আরও দুই হাজারেরও অধিক বীর শহীদদের অনুপ্রাণিত করেছে। তরুণ প্রজন্মকে সাহসের প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু ছাত্রদলের নেতা হওয়ার কারণে দ্বিতীয় শহীদ হওয়া সত্ত্বেও শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামটি সরকার অবহেলা করছে। তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিচ্ছে, সরকারি কোনো সভা-সমাবেশেও শহীদ ওয়াসিম আকরামের নাম স্মরণ করা হয় না। ছাত্রদল পরিচয়ে শহীদ হওয়ার কারণে কোনো শহীদের প্রতি বৈষম্য করা গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনার পরিপন্থী।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, পাঠ্যপুস্তকে আবু সাঈদ আছে ভালো লেগেছে, মুগ্ধর নাম আছে ভালো লেগেছে। কিন্তু চট্টগ্রামের ওয়াসিম আকরামের নাম না থাকায় আমরা দুঃখিত হয়েছি। পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করে তার নাম যুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এনসিটিবিতে ফ্যাসিস্ট হাসিনার সুবিধাভোগীদের অপসারণ দাবি : এদিকে এনসিটিবিতে ফ্যাসিস্ট হাসিনার সুবিধাভোগী, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের ঘনিষ্ঠ জনেরা এখনো বহাল তবিয়তে আছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। একারণে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব মনেপ্রাণে ধারণ করলেও এনসিটিবি তা করছে না। যার উদাহরণ পাঠ্যপুস্তকে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের বিষয়ে পাঠদানের জন্য বস্তুনিষ্ঠ পাঠ্যক্রম তৈরি করতে তাঁদের উদাসীনতা এবং বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে এনসিটিবির অনীহা। ছাত্রসংগঠনটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির অবিলম্বে এনসিটিবি থেকে ফ্যাসিস্টের দোসর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রিয়াদ চৌধুরীর অপসারণ দাবি করে বিবৃতিও দিয়েছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করে, 'এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রিয়াদ চৌধুরী ফ্যাসিস্ট হাসিনার সুবিধাভোগী, দীপু মনি ও নওফেলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে এনসিটিবিতে এখনো ফ্যাসিবাদের দোসরেরা তৎপর। আমরা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই দুজন কর্মকর্তাকে অবিলম্বে এনসিটিবি থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি।

ছাত্রদল নেতৃদ্বয় বলেন, পরবর্তী প্রজন্মকে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করার প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হবে এনসিটিবিকে। কিন্তু এনসিটিবির কর্তা ব্যক্তিরা এখনো ফ্যাসিবাদকে লালন করছেন। এনসিটিবি থেকে ফ্যাসিস্টদের বিতাড়িত করতে না পারলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানো সম্ভব হবে না।

এ বিষয়ে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ড. রিয়াদ চৌধুরী বলেন, পাঠ্যবইয়ে কোনটা থাকবে, বা কোনটা বাদ যাবে সেটি কারিকুলাম উইংয়ের কাজ। আমার বিভাগের কাজ হচ্ছে উনারা আমাকে যেভাবে দিবেন সেভাবে প্রিন্ট করে বিতরণ করা। তবে তারা যে দাবিটি জানিয়েছে আমি এর সাথে একমত।

এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য (কারিকুলাম) প্রফেসর রবিউল কবীর বলেন, এখন আগামী বছরের পাঠ্যবইয়ের পরিমার্জনের কাজ চলছে। এখানে মূলত বানানসহ ছোটখাট বিষয়গুলো দেখা হয়। নতুন কোন কিছু সংযোজন করতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি এপ্রুভ কমিটি থাকে তারা এটি করে। তবে বিষয়টি আমি মন্ত্রণালয়ের নজরে আনবো। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে সংযোজন করতে পারবো।

Link